??????????

গোলগাল মুখ, নাদুস নুদুস গাল আর লম্বা নাকের মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই মনের ভিতরে এক অজানা শিহরণ বয়ে গিয়েছিল সেদিন। এ এক অন্যরকম অনূভূতি ছিল। যে অনূভূতির সাথে কখনো পরিচয় ঘটেনি আমার। অনূভূতিটার নাম যদি প্রেম হয়। হ্যা তাহলে আমি প্রেমেই ডুব দিয়েছিলাম সেদিন। দিনটি ভার্সিটির প্রথম দিন ছিল। মেয়েটাকে দূর থেকেই দেখেছিলাম। কাছে যাওয়ার সাহস হয় নি তখনো। সম্ভবত মেয়েটা ও আমার মত নতুন। এদিকে ওদিক ঘুরাঘুরি করছিল।

”

-বন্ধুমহলে সবসময় প্রেম বিরোধী ভাষণ দেওয়া ছেলেটাও আজ প্রেমে পরেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম মেয়েটার নাম দীপান্বীতা। উফফ! অস্থির একটা নাম। আমাদের ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ছিল। সচরাসচর দেখা না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমি যে প্রেমে পরেছি। না দেখে থাকা যায় নাকি?

”

-তখন ও দীপান্বীতার সাথে কথা হয় নি। ভয় লাগতো। কি না কি হয়ে যায়! কিন্তু ভয় পেলে তো চলবেনা। প্রেমিক পুরুষদের ভয় পেতে নেই। একদিন সাহস করে পিছন থেকে ডাক দিয়েই দিলাম। মনে আছে, ডাক দেয়ার পর ৫সেকেন্ড এর মত আমার হার্টু কেপেঁছিল সম্ভবত। হয়তো ১০সেকেন্ড পর দীপান্বীতা পিছন ফিরে তাকিঁয়েছিল। আহ! কি শান্ত চাহনী।

”

-নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রথমেই। উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। দীপান্বীতা মুচকি হেঁসে বলেছিলো, এতদিন পিছে পিছে ঘুরছেন আর নামটা জানতে পারলেন না? আমিতো মেয়ের কথা শুনে আবুল হয়ে গেলাম! সে হয়তো আমার বিব্রতকর অবস্থা আচঁ করতে পেরেছিল। বলেছিল, চলুন হাটাঁ যাক। হাঁটতে হাটঁতেই নাহয় পরিচিত হবো।

”

-দীপান্বীতা যে এত সহজেই মিশে যাবে ভাবতেই পারিনি। সেদিন অনেক কথাই হয়েছিল দুজনার। আমার চেয়ে দীপান্বীতাই বোধ হয় বেশী কথা বলেছিল। আমিও অনেক কিছু বলেছি। কিন্তু আসল কথাটাই বলতে পারিনি। আর এত তারাতারি বলাটাই যেন কেমন দেখায়? নাহ, এত তারাতারি বলা ঠিক হবে না। তখন আবার আমার কারনে পুরো পুরুষজাতিই লজ্জা পাবে হি হি।

”

-এরপর থেকেই আমরা খুব মিশতাম। সবকিছু একে অপরের সাথে শেয়ার করতাম। অথচ তখন ও আমরা জানি না, আমরা একে অপরের কী? বন্ধু বা ভালবাসি! কোনোটাই বলা হয় নি। বলতে চেয়েছিলান অনেকবার। কিন্তু বলি নি, দরকার মনে করিনি হয়তো। যেরকম ছিলাম খারাপ ছিলাম না।

”

-একদিন সাহস করে বলেই ফেলেছিলাম! দীপা ভালোবাসি তোমাকে! জবাবে সে মুচকি হেঁসেছিলো। নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ

ধরে নিয়েছিলাম।

”

-এরপর থেকে দীপার পাগলামীটা একটু বেড়েই গিয়েছিলো। অদ্ভূত অদ্ভূত সব আবদার ছিলো ওর। বৃষ্টিতে ভিজে আইসক্রিম খাওয়া। প্রচন্ড রকমের ঝাল দিয়ে ফুচকা খাওয়া। আমি তেমন একটা ঝাল খেতে পারতাম না। কিন্তু দীপার কারণে খেতে হতো। কিন্তু আমি ছিলাম বেসম্ভব রকমের পেটরোগা। যেদিন ফুসকা খেতাম, এর পরের দিন আর বাসা থেকে বের হতে পারতাম না।

”

-দীপার কথা মা কে বলেছিলাম। একদিন সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের বাসায়। মা অনেক খুশি হয়েছিল। প্রথমে বিশ্বাসই করে নি, তার হাবাগোবা ছেলেটির ও মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে! সেদিন মা আর দীপা অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিল। দীপা যাওয়ার পর মা আমাকে উনার রুমে ডেকে নিয়েছিলেন। আর বলেছিলো, মেয়েটা খুব লক্ষী রে।

”

-দিনগুলো অসাধারন কাটছিলো। আমার জীবনে সুন্দর মূহূর্তগুলোর প্রায় সবই দীপার সাথে কেটেছিল।
হঠাৎ একদিন ফোন করে দেখা করতে বলল। ওর গলা শুনেই খটকা লেগেছিল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ওর সাথে দেখা হওয়ার পর , ওর মুখ থেকে যা শুনেছি! তা হয়তো আমার না। কারো সহ্য হবে না।

”

সেদিন মেয়েটা মুখ গম্ভীর করে বলেছিল,

-শুভ্র ভুলে যাও আমাকে। (দীপা)

-ভুলে যাওয়ার জন্যতো ভালোবাসিনি তোমাকে। (শুভ্র)

-তোমাকে ভালোবাসি! এ কথাটা কখন ও বলেছি তোমাকে? (দীপা)

-নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ, ধরে নিয়েছিলাম। (শুভ্র)

-ভুল ভেবেছো। (দীপা)

-চলে যাচ্ছো যাও। কিন্তু যাওয়ার কারণ টা বলো। (শুভ্র)

-কিছু জিনিসের কারণ থাকে না। (দীপা)

আর একমূহূর্ত ও দাড়াঁইনি মেয়েটা। আমি আশায় ছিলাম অন্তত একবার হলেও ফিরে থাকাবে। কিন্তু আশাটা আশাই রয়ে গেলো।

”

-এরপর থেকে কেমন জানি হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা আমি নিজেই জানি না। জীবনের কঠিন দিনগুলো অতিবাহিত হতে লাগলো। মা হয়তো ব্যাপারটা আচঁ করতে পেরেছিল। প্রায়ই আমার রুমে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো। তারপর ও দীপাকে ভুলা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। সুসাইড করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

”

-যেদিন রাতে সুইসাইড করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেদিন মা কে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু মা একবার ও জিজ্ঞেস করেনি! শুধু পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

”

-ছাদে গিয়েছি। শেষবারের মত আকাশটা দেখতে চাই। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। পিছন থেকে ঘাড়েঁ কারো হাত ছোয়াঁ লেগেছে। বুঝতে পেরেছি, হাত টা মায়ের হাত। আমার জীবনে একমাত্র ভরসা এই হাত।

”

-খোকা! এই সময়ে ছাদে তুই? (মা)

-আকাশ দেখছি মা। (আমি)

-আয় খোকা, আমার কোলে মাথা রেখে তারপর আকাশ দেখবি।

”

দোলনায় মা বসে আছে আর আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে সেই ছোট্ট খোকাটা হয়ে আকাশ দেখছি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জীবনটা আবার খুব সুন্দর মনে হচ্ছে। আবার বাচঁবো আমি। মায়ের জন্য বাচঁবো। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে মা আমাকে দুঃখের ছোঁয়া পেতে দেয়নি। সেই মা কে আমি ছেড়ে যাব! তা ও একজন মেয়ের জন্য!

”

-সেদিন মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, খোকা !জীবন কারো জন্য থেমে থাকে না। তুই আবার নতুন করে শুরু কর। একদিন দেখবি, তোর আজকের দিনের পাগলামোর কথা মনে পড়লে তোর নিজেরই হাসিঁ পাবে।

”

হ্যা আমি পেরেছি। সেদিনের পর থেকে অন্যরকম ভাবে জীবনটা সাজিয়েছিলাম। দীপা কে ভুলতে কষ্ট হয়েছে অনেক। ভুলতে পেরেছি বটে। তবে মাঝে মাঝে মিস করতাম খুব। কিন্তু দিন যেতে লাগলো। এখন মনে পড়লেও, অনূভূতিগুলো মরে গেছে।

”

-মায়ের কথাটাই সত্যি হলো। অতীতের পাগলামোগুলো মনে করে হাসিঁ পায় আমার। এখন আমার জীবন বলতে , আমার মা আর সামিয়া। মায়ের পছন্দ করা মেয়েটাকেই বিয়ে করেছি। “ভালোবাসা” জিনিসটাকে নতুন করে শিখিয়েছে মেয়েটা। খুব ভালোবাসে আমাকে আর মা কে। আর আমি একটু দোষ করলেই ,গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে। আর মা কে মিথ্যা নালিশ দিবে। আর মা টা ও একদম বৌ এর ভক্ত। দুজনে মিলে আমাকে কানে ধরে উঠবস করাবে। আর সামিয়া খিলখিল করে হাসঁবে। এর চাইতে বেশী কিছু এই ছোট্ট মানবজীবনে পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা জানিনা।

“সত্যি খুব ভালো আছি”।

”

পরিশিষ্টঃযে ভাই/বোন” প্রেমের” মত ঠুনকো জিনিস নিয়ে আত্নহত্যার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাদেরকে বলছি। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মা,বাবা, পরিবারের মানুষগুলোর দিকে ফিরে দেখুন। এক একটা মানুষ কি পরিমাণ ভালোবাসে আপনাকে! সেই ধারনা আছে কী? আপনি চলে গেলে মানুষগুলোর মনের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন? হারানোর যন্ত্রণাটা তো আপনি বুঝেন তাই না? ঘুরে দাড়াঁন। জীবনটা সহজ নয়। দুঃখ ছাড়া জীবন পরিপূর্ণ নয়। পরিবারকে সময় দিন, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দিন।রোজ সকালে খালি পায়ে হেটেঁ প্রকৃতি উপভোগ করুন। তখন বুঝবেন আর মনে মনে বলবেন”জীবনটা আসলেই সুন্দর”।